পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

কে দায়ী অবিলম্বে তদন্ত চাই

কমপিউটার জগৎ গত প্রায় দেড় বছর যাবৎ সার্ভিস সেক্টর ডাটা এন্ট্রি, সফটওয়্যার উন্নয়ন ব্যাপক কমপিউটারায়ন ইত্যাদি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দারুণ হৈ চৈ করছে। আমি গত ১৯৯১ সালের শেষ দিকে কমপিউটার জগৎ-র সাংবাদিক সম্মেলনের সংবাদ পড়ে ডাটা এন্ট্রি সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ বিসিসিতে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য যাই। সেখানে আমাকে এ শিল্পের ব্যাপারে নিরুৎসাহিতকরে বলা হয় এগুলি নাকি কমপিউটার জগৎ-এর উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। এ ধরণের শিল্প নাকি কোথাও নেই। আমার মত উৎসাহী হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ-র দুজন শিক্ষকও ওখানে গিয়েছিলেন তাদেরকেও একই ভাবে নিরুৎসাহিত করা হয়। বলা হয় আগামী ২/৪ বছরের মধ্যে কাগজের প্রচলনই উঠে যাবে আর তা ছাড়া এ ধরণের ব্যবসা শিল্প পৃথিবীর কোথাও আছে কিনা তারা জানেন না।

যাই হোক এ নিয়ে আমি আর অগ্রসর হইনি, ইদানিং কমপিউটার জগৎ দেখছি আবার এ ব্যাপারে সোচ্চার হয়ে উঠছে। আমার আবেদন এ ধরণের ব্যবসা যদি এখানে সম্ভব না হয় তবে আপনারা এ ধরণের বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশনে বিরত থাকুন। আর সত্যিই যদি বিদেশে এ ধরণের কাজ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের হয়ে থাকে তা হলে জাতিকে এর সুবর্ণ-সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার জন্য কারা কারা দায়ী-অবিলম্বে তদন্ত করে তা প্রকাশ করার জন্য সরকারের বিশেষ করে মাননীয়া প্রধান মন্ত্রীর নিকট আমরা জোর আবেদন জানাচ্ছি।

মোস্তাফিজুর রহমান
পাঁচ লাইন, চট্টগ্রাম

BCTG এর বাংলা সফটওয়্যার

"BCTG" অর্থাৎ BENGALI IN COMPUTER TASK GROUPS.. আমরা কজন প্রবাসী বাংলাদেশী ছাত্র চীনে এই BCTG নামক TASK GROUP এর অধীনে নিম্নের তিনটি বিষয় সম্পন্ন করতে পেরেছি।

ক. BCTG BANGLA BIOS V 1.0 খ. BCTG BILINGUAL WORDPROCESSOR এবং
গ. BCTG DATABAGE MANAGE SYSTEM.

আমাদের জাতির জন্যে আমরা গর্ববোধ করছি, এটা সৃষ্টি করতে পেরে। এতে রয়েছে প্রচুর সুযোগের প্রতিশ্রুতি।যেমন — অপারেটর আমাদের KEY BOARD LATOUT তৈরি করার UTILITY পাবে। DOS 5.0 এর DOS KEY. COM এর হুবহু অবিকল বৈশিষ্ট্যের একটি ইউটিলিটি রয়েছে, যার মাধ্যমে বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলো কিংবা দীর্ঘ বাক্যগুলো পর্যন্ত INPUT করার ব্যবস্থা থাকবে। এর ফলে কাজের গতি অনেক বাড়বে। এতে HIGH LEVEL LANGUAGE, MACHINE LANGUAGE থেকে শুরু করে dBase এর মতো Data storing Language ও ব্যবহার করে বাংলো Output পাওয়া যাবে। বাংলা লাইব্রেরীতে একটি যুক্তাক্ষরও আমরা বদল কিংবা বাদ দেইনি। সুতরাং বাংলা ভাষার সঠিক ব্যবহারে এর জুড়ি নেই। এটি XT, AT, PC, Mono/ Color মনিটর, 9 PIN / 24 PIN PRINTER প্রভৃতিতে নির্বিঘ্নে কাজ করবে। অর্থাৎ এর PORTABLE ক্ষমতাও উচ্চ।

উল্লেখ্য, কমপিউটার জগৎ-এর আগষ্ট '৯২ সংখ্যাতে আমাদের একটি ফিচার ছাপা হয়েছে। অথচ আজ পর্যন্ত তেমন কোনো উদার ব্যক্তি তার ঔদার্যকে প্রকাশ করতে সাহস পায়নি। আমরা আবারও বলছি, NO RISK NO GAIN. আপনি যদি বুদ্ধিমান হোন, তবে আশা করি ব্যাপারটা বুঝবেন।

একটা সফটওয়্যার বাজারজাত চাট্টিখানি কথা নয়। আবার সেই বাজারটা যদি হয় বাংলাদেশে। তার উপরে উদ্যোক্তা আমরা পড়ে আছি বিদেশে। সফটওয়্যার, টুলস্, বইপত্র, কম্পাইলার, কপিরাইট, এডভারটাইজিং ইত্যাদি মিলিয়েই একটা সফটওয়্যারের মূল্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। আমরা ছয়লক্ষ টাকার যে-কোন শর্তে এই সফটওয়্যারের ডিলার নিয়োগে সম্মত রয়েছি। আমরা প্রচুর সুযোগ দিয়েও সম্পূর্ন এর বেশী একটা দাবী করিনি। জাতির জন্যে কিছু একটা মঙ্গলজনক কাজ করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

বিস্তারিত জানতে হলে যোগাযোগ করুন —
BCTG
A.S.M. ASHRAFUL HUQ
FOREIGN STUDENT BUILDING,
ROOM — 205,
BEIJING TRANSPORT UNIVERSITY,
BEIJING — 10044,
CHINA.

Dear Sir,

আমি কমপিউটার জগৎ নিয়মিত পড়ি। প্রতি সংখ্যাতেই কিছু না কিছু চমকপ্রদ থাকে। পত্রিকাটির ফিচার গুলো খুবই ভাল লাগে কিন্তু এটিতে ল্যাংগুয়েজ শিখার কার্যক্রম এখনও প্রকাশিত হয়নি। তাই আমি আশা করি ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। আমার অনুরোধ যেন এসেম্ব্লী ল্যাংগুয়েজ -এর উপর একটি ধারাবাহিক কোর্স শুরু করা হয়।

কিছুদিন আগে কমপিউটার জগৎ ঢাকায় কমপিউটার প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ছিল। সেই জন্য সবাইকে জানাই ধন্যবাদ। তাছাড়া, অল্প কিছুদিন আগেও ঢাকায় অনুষ্ঠিত হল মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনী। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা চট্টগ্রামবাসীরা বা ঢাকার বাইরে যারা থাকি তাদের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়নি বা মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনী দেখা সম্ভব হয়নি। তাই আমার অনুরোধ ভবিষ্যতে যেন এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়।

ইতি
মোঃ নজমুল হক (হিটো)
বাণিজ্য বিভাগ
সরকারী সিটি কলেজ

বাংলা একাডেমী (২০ নং পৃষ্ঠার পর)

কমপিউটারে ভুল বাংলা চলে আসতে পারে— সিস্টেম জটিলতর হতে পারে। তখন পুরো দায়ভার পোহাতে হবে এ জাতিকে। একধাপ এগুনোর পরিবর্তে পিছিয়ে পড়বো কয়েকধাপ। নাপিত দিয়ে ক্ষুর চালিয়ে অস্ত্রপ্রচার কতটা ঝুঁকিপূর্ণ তা সবারই বোধগম্য।

এদিকে কমপিউটার কাউন্সিল রয়েছে এব্যাপারে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেবার জন্য। বাংলা একাডেমির উচিৎ স্থবির বিসিসিকে চাপ দেয়া— যে প্রতিষ্ঠানটি দেশে কমপিউটারায়নের তথাকথিত দায়িত্ব পালনের জন্য জনগণের কোটি কোটি টাকা 'ব্যয়' করছে। এটা আদায় করে নিতে পারলে কৃতিত্ব পাবে বাংলা একাডেমি। তা না করে— ভুল পথে বাংলাকে পরিচালনা করে— শহীদদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাকে বিপন্ন করার প্রয়াস চালানোর নামান্তর।

আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করছি এর আশু সমাধানের জন্য। সময় অনেক নষ্ট হয়েছে আর নয়। ভাষা আন্দোলনের মাস— এই ফেব্রুয়ারীতেই চাই আদর্শ বাংলা কীবোর্ড।

সম্পাদকের কথা

সার্বজনীন বাংলা কীবোর্ড উদ্ভাবন ও প্রবর্তন বাংলা ভাষার প্রায়োগিক চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হবে ভবিষ্যতের কাছে। এ গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্তব্য পালনে নানা দিক থেকে অবতীর্ণ হয়েছেন মেধাসম্পন্ন চিন্তাশীল মানুষেরা। সমকালীন যুগে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, মাধ্যমের সীমাবদ্ধতায় আমরা অনেকেই আড়ষ্ট। এ সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে একটা জাতীয় করণীয় সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য বিতর্ক - ঘোরতর বিতর্ক প্রয়োজন ছিল। যে কোন ভাবেই হোক কমপিউটার জগৎ ৬ বছরের সেই নিশ্চলতা ভেঙ্গে জরুরী কাজটি সম্পন্ন করার তাগিদ প্রবল করেছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক ভঙ্গির কর্মপ্রয়াসও বাংলাভাষার প্রয়োগ নিরীক্ষাকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছে। কিন্তু জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিসিসি ও বাংলা একাডেমীর ব্যর্থতার কারণে এসেছে বিপর্যয়। বর্তমান বাণিজ্যিক প্রয়াস আপাতঃ মধুর হলেও বহু কীবোর্ডের নৈরাজ্য আমাদের সকলকেই বিপন্ন করবে। বিপন্ন বাংলাকে উদ্ধারের জন্য এখন দরকার আরও বৈজ্ঞানিক ও অগ্রসর সাধনা। নূতন প্রজন্মের প্রয়োগ বুদ্ধির সাথে প্রচলিত প্রয়োগ যুক্তির একটা বিতর্ক প্রয়োজন ছিল। বাদানুবাদ ও রূঢ় বাক্য বিনিময় হয়তো ঘটে গেছে। চলতে থাকবে এ পর্বে। তবু এর মধ্য দিয়ে মৌলিক, সৃজনশীল, সার্বজনীন একটি কীবোর্ড ও ফন্ট পদ্ধতির যদি উদ্ভব ঘটে,তা হবে এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ সবার প্রচেষ্টার সফল সমাপ্তি।

এমন একটি প্রক্রিয়ার উপর বিশ্বাস রেখেই আমরা এ বিতর্ক অব্যাহত রাখবো। আমরা জোর দিয়ে বলছি এবং বলবো। প্রমিত বাংলা কীবোর্ড উদ্ভাবন একা কারো দ্বারা সম্ভব নয়। এ সমষ্টিগত কর্তব্য করনীয়ের জন্য সর্বব্যাপী উদ্যোগের তাগিদ সৃষ্টি ছাড়া কোন অভিপ্রেত কমপিউটার জগৎ-এর নেই। বিতর্কে কেউ আহত হয়েছেন। তাদের মনোপীড়ার কারণ আসলে আমাদেরও ব্যথিত করেছে। কিন্তু এ বেদনা ও পীড়া, এ বিতর্ক ও সংঘাত ধীরে ধীরে একটা সফল সমাপ্তির দিকেই এগিয়ে নেবে আমাদের। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, স্বাধীকারের আন্দোলন, মুক্তি সংগ্রাম ও অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তুমুল বিতর্ক ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে সত্যে উত্তরণ। আমরা সকলে সত্যকে ধারণ, লালন ও স্বীকার করতে অকুণ্ঠ হলে একটা বড় কীর্তি একালেও সম্ভব হবে। সত্যকে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠায় কমপিউটার জগৎও পিছ পা হবে না, এ অঙ্গীকার নিয়ে আমরা পবিত্র ফেব্রুয়ারীর এ মাসে বাংলা কীবোর্ড গড়ে তোলার জন্য সকল প্রজন্ম, সকল প্রতিষ্ঠান, সকল মনীষার সৃষ্টিশীল উদ্যম অব্যাহত রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি।